দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 0 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জাতীয় চেতনা ও পাঠ্যক্রম

"যে জাতির জাতীয় ইতিহাস যত বেশি স্বচ্ছ সে জাতি তত বেশি সংগঠিত ও শক্তিশালী"। আমাদের জাতীয় ইতিহাস কোথায়? এখনো কেন চলে ইতিহাসকে বিকৃত করার পাঁয়তারা? এর জবাব কে দেবে? কেউ না দিলেও ইতিহাসের কাছ থেকে কেউ ক্ষমা পাবে না। "ইতিহাস হলো সতর্ককারী, ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত পথ দেখায়।" সেই ইতিহাসের চর্চা আমরা কতটুকু করি? শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রমে কিছু কিছু পাঠের ওভারলুকিং কি ইচ্ছাকৃত না অজানীত। সম্ভবতঃ এর কিছু একটা হবে। নবম দশম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যসূচীর তালিকা দেখে এ প্রশ্নই ঘুরে ফিরছিল। যে তরুণরা হবে আগামী দিনের, আগামী প্রজন্মের কর্ণধার তাদেরকে আমরা কতটুকু সত্যাসত্য ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছি? আর পাঠ্যসূচীতেই বা কতটুকু রেখেছি। আমার জানা মতে, অন্ততঃ গত '৮২ থেকে আজ '৯১ পর্যন্ত পাঠ্য প্রায় অপরিবর্তিত। দু'একটা যাও বা বদল করা হয়, কিন্তু বড় ধরনের পরিবর্তন হয় না। বইয়ে ইতিহাস মূল্যবোধ গড়ে তোলে এমন প্রবন্ধ নেই বলবো না; আছে। তবে তা পড়ানো হয় না। তা আলগোছেই পাঠ্যক্রম থেকে বহির্ভূত থেকে যায়। তার বদলে গদবাঁধা গল্প প্রবন্ধই পড়ানো হয়। "পলাশী" আমাদের নিকট ইতিহাস, "বীর শ্রেষ্ঠদের কথা" কিংবা একুশে ফেব্রুয়ারী, "ইসলামী সাহিত্য" বা "নজরুল-কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ" ইত্যাদি কি পাঠ্যক্রম হিসেবে কখনোই আসবে না? যা আমাদের সঠিক মূল্যবোধ গড়ার সহায়ক হতে পারে। এছাড়া, লুৎফর রহমানের সমৃদ্ধশালী প্রবন্ধ "কাজ"ই বা বাদ কেন? দেশের বুদ্ধিজীবী, সুধিজন মহল, বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ দেশের সচেতন আপামর জনগণ সকলে এ ব্যাপারে সুদৃষ্টিমূলক ভাববেন ভেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মীম মাকুর
জিপিক ২৭/এ, নন্দা, গুলশান
ঢাকা।

53